International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-IV, January 2017, Page No. 21-28
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

বৈদিক ও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত : একটি তুলনামূলক আলোচনা

মিঠুন হাওলাদার
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Vedic Sanskrit is an Indo-Aryan language. It is unique to ancient India, and the oldest language for which extensive documents have survived into the modern era. Vedic Sanskrit is an archaic language, whose consensus translation has been challenging. Vedic Sanskrit is the language of the four Vedas, Brahmanas and the Upanishads, texts compiled over the period of the mid-2nd to mid-1st millennium BCE. It is pre-Panini period Sanskrit when no comprehensive grammar existed. The simple name "Sanskrit" generally refers to Classical Sanskrit, which is a later, fixed form that follows rules laid down by a grammarian around 400 B.C. Classical Sanskrit begins with the Ramayana. Classical Sanskrit was a scholarly lingua franca which had to be studied and mastered. Vedic Sanskrit was very different. It was a natural, vernacular language, and has come down to us in a remarkable and extensive body of poetry; While Classical Sanskrit was a standardized version of the same language done later, during the age of Panini. In this article I have discussed elaborately the relation between Vedic and Classical Sanskrit and have tried to furnish a comparative study between Vedic and classical Sanskrit.

Key Words: Vedic, Classical, Panini, Upanishad, Indo- Aryan language, Udicya, Grammar.

আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকেই আর্যদের একটি শাখা ইরান থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল। তারা ভারতবর্ষে এসে যে ভাষা ব্যবহার করতো, তাকে বলা হয় 'ভারতীয় আর্যভাষা' (Indo-Aryan Language)। এই ভাষা মূল 'ইন্দো-ইরানীয় ভাষা'র (Indo-Iranian Language) তথা 'আর্যভাষা'র (Aryan Language) একটি প্রধান শাখা। প্রাচীন ভারতে প্রায় হাজার হাজার কাল সারা দেশে ভাষার যে একটি মাত্র রূপই প্রচলিত ছিল তা নয়, দেশ-কাল-ভেদে তার মধ্যে যথেষ্ট রূপান্তর দেখা দিয়েছিল, এদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'বৈদিক ভাষা' অর্থাৎ যে ভাষায় বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল। ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের প্রথম অধ্যায়কে বলা হয় বৈদিক ভাষা। এই 'বৈদিক ভাষা' বা 'বৈদিক সংস্কৃত' ছিল কথ্যভাষারই একটি মার্জিত রূপ। সংস্কৃতের প্রাক-ধ্রুপদি রূপটি বৈদিক সংস্কৃত নামে পরিচিত। এই ভাষা ঋগ্বেদের ভাষা এবং সংস্কৃতের প্রাচীনতম রূপ। এর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শনটি খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ নাগাদ রচিত। এই কারণে ঋগ্বৈদিক সংস্কৃত হল প্রাচীনতম ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুলির অন্যতম এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের (ইংরেজি ও অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষা যে পরিবারের সদস্য) আদিতম সদস্য ভাষাগুলির অন্যতম। ঋগ্বেদ থেকে উপনিষদের কাল পর্যন্ত এ ভাষা বৈদিক ভাষা নামে পরিচিত। সংস্কৃত বেদের ভাষা। বেদের মন্ত্রভাগ সংহিতা, গদ্যভাগ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ বৈদিক সংস্কৃতে রচিত। এই

সকল গ্রন্থ হিন্দু ধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। গবেষকগণ মনে করেন, ঋগ্বেদ সংহিতার ছন্দময় স্তোত্রগুলি এই ভাষার প্রাচীনতম রচনা নিদর্শন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শ্রুতি পরম্পরায় এই স্তোত্রগুলি রচিত ও স্মরিত হয়েছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে উপনিষদ রচিত হয়। সপ্তসিন্ধুর কূলেই প্রথম আর্য-উপনিবেশ গড়ে উঠলেও কালক্রমে আর্যরা গঙ্গা-যমুনার দুই কূল ধরে অগ্রসর হয়ে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের দিকে গোটা মধ্যভারত পর্যন্ত অধিকার করে ক্রমশই পূর্বদিকেই সরে আসছিলেন। এই দীর্ঘকাল তাঁরা বিভিন্ন অনার্য জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে তাঁদের ভাষায় দেখা দিয়েছিল বিরাট পরিবর্তন। কালে-কালে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা লোকমুখে আপনা থেকেই পরিবর্তিত হয়ে আসছিল। এদেশের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক মনীষী ও সমাজনেতারা বেদের ভাষাকে 'দেবভাষা' বলে মনে করতেন। প্রকৃতির অপরিহার্য নিয়মে বৈদিক ভাষার এই স্বাভাবিক পরিবর্তনকে তাঁরা দেবভাষার বিকৃতি বলে মনে করলেন এবং এই বিকৃতি প্রতিরোধ করার জন্য তাঁরা ব্যাকরণ রচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, মানুষকে মূল ভাষার ব্যাকরণ শিখিয়ে দিলে সে শুদ্ধ দেবভাষায় কথা বলবে এবং এতে ভাষার বিকৃতি বন্ধ হবে। এইভাবে তাঁরা ব্যাকরণের নিয়ম দিয়ে ভারতীয় আর্য ভাষার শুদ্ধ মার্জিত রূপের যে আদর্শ রচনা করলেন তারই নাম 'সংস্কৃত' (অর্থাৎ যার সংস্কার সাধন করা হয়েছে) ভাষা।[১] যাঁরা এই রকম সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন মহামনীষী পাণিনি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগে বৈদিক সংস্কৃত ধর্মীয় ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম ভাষা থেকে দ্বিতীয় ভাষায় পরিণত হয়। এর ফলে সংস্কৃত ভাষায় ধ্রুপদি যুগের সূচনা ঘটে। ধ্রুপদি সংস্কৃত বৈদিক ভাষায় প্রামাণ্য ভাষা প্রকার। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত পাণিনির ব্যাকরণে এই প্রামাণ্যরূপটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপে লাতিন বা প্রাচীন গ্রিক ভাষার যে স্থান, বৃহত্তর ভারতের সংস্কৃতিতে সংস্কৃত ভাষার সেই স্থান। ভারতীয় উপমহাদেশ, বিশেষত ভারত ও নেপালের অধিকাংশ আধুনিক ভাষাই এই ভাষার দ্বারা প্রভাবিত। প্রায় ২০০০ বছর ধরে একটি সাংস্কৃতিক প্রবাহ দক্ষিণ এশিয়া, অন্তঃএশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার কিয়দংশকে প্রভাবিত করে। বেদোত্তর সংস্কৃত ভাষার প্রধান রূপটি পরিলক্ষিত হয় হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে।

পাণিনির পূর্বে বা সমসাময়িক কালে সংস্কৃত ভাষার তিনটি কথ্য গড়ে উঠেছিল। এই তিনটি রূপ হল—

(ক) **প্রাচ্য***:* এই রূপটি প্রচলিত ছিল পূর্ব ভারতের অযোধ্যা, উত্তর ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিহার এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল। এই আঞ্চলিক রূপ থেকে গড়ে উঠেছিল মাগধী প্রাকৃত।

(খ) **উদীচ্য***:* উত্তর-পশ্চিম ভারত ও উত্তর পাঞ্জাব।

(গ) **মধ্যদেশীয***:* পশ্চিম ভারতের মধ্যদেশ, দিল্লী, মীরাট, মথুরা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের মহারাষ্ট্র অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষার অপর একটি রূপ ছিল বলে অনুমান করেছেন। তিনি এর নাম করেছেন দাক্ষিণাত্য– "Probably there was also a Daksinatya or Southern dialect"[২]। তিওয়ারির (১৯৫৫) মতে, ধ্রুপদি সংস্কৃতের চারটি প্রধান উপভাষা ছিল **:** পশ্চিমোত্তরী (উত্তর-পশ্চিম, উত্তর বা পশ্চিম নামেও পরিচিত ছিল), মধ্যদেশী (মধ্য অঞ্চল), পূর্বী (পূর্বাঞ্চল) ও দক্ষিণী (দক্ষিণাঞ্চল, ধ্রুপদি যুগে উদ্ভূত)। এগুলি সবই হল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্য আঞ্চলিক উপভাষার নাম। পাণিনি ছিলেন উদীচ্য অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী। অথচ তাঁর সময়ে শিক্ষিত বিদগ্ধ আর্যদের কেন্দ্রভূমি ও সাংস্কৃতিক পীঠস্থান ছিল পশ্চিম ভারতের মধ্যদেশ। এই মধ্যদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মুখে ব্যবহৃত শুদ্ধ আর্যভাষাকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করে এবং তার সঙ্গে নিজের মাতৃভাষা উদীচ্যের কিছু উপাদান মিশ্রিত করে পাণিনি তাঁর ব্যাকরণের শুদ্ধ সংস্কৃতের রূপটি বিধিবদ্ধ করেন। মূলত পাণিনি কর্তৃক মার্জিত এই সংস্কৃতই সঙ্কীর্ণ অর্থে 'সংস্কৃত ভাষা' যা সাধারণত 'ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত' (classical Sanskrit) বা 'লৌকিক সংস্কৃত' নামে পরিচিত। এই ভাষার গঠনগত উৎস নির্ণয় করে বিশেষজ্ঞ ভাষাবিদ্ ড. সুকুমার সেন বলেছেন— "It (Classical Sanskrit) is a literary language based on the speech of the educated men ('Sista') of midland (Madhyadesa). At the same

time it contains features which really belonged to the dialect of North-West (Udicya), the mother-tongue of Panini, the condifier of Classical Sanskrit."[৩] সারা ভারতের অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত বৃহত্তর আর্য জনসাধারণ এই ভাষায় কথা না বললেও, মধ্যদেশের শিক্ষিত অর্থাৎ শিষ্ট লোকেরা নিশ্চয়ই এই ভাষায় কথা বলতেন। কাজেই এই ভাষাটি প্রথমে একেবারেই কৃত্রিম ভাষা ছিল না। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এই ভাষাকে ভারতের অঞ্চল বিশেষের জীবন্ত লোকভাষা বলে মনে করেন— "পাণিনি-নির্দিষ্ট ভাষা জীবন্ত লোকভাষা। পাণিনি যে ভাষার পরিচয় দিয়েছেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে, সেই সাধু ভাষা একটি অঞ্চল বিশেষেরই ভাষা এবং তা অকৃত্রিম, জীবন্ত ও গতিশীল ভাষা। কারণ পূর্বতন ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষার সঙ্গে পাণিনির 'ভাষা'র নিকট সম্পর্ক সহজেই লক্ষণীয়। তাছাড়া তাঁর ব্যাকরণগত অনেক অনুশাসনই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় যদি না স্বীকার করা হয়, এই ভাষা সমাজের অন্তর অভিজাত কোটির দৈনন্দিন জীবনের ভাষা। আর "ভাষা"- পাণিনি– সৃষ্ট এই অভিধার ব্যবহার স্বাভাবিকভাবে কথ্য ভাষাকে নির্দেশ করে নিশ্চয়ই।"[৪]

অশ্বঘোষ থেকে শুরু করে কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, বিশাখদত্ত, শূদ্রক, বাণভট্ট প্রভৃতি কবি ও নাট্যকারের রচনায় এই সংস্কৃত ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রথম দিকে সংস্কৃত ভাষা চর্চার ভৌগোলিক সীমা ছিল ভারতের উত্তরাংশ, কালক্রমে তা পশ্চিম ও পূর্বভারতে বিস্তার লাভ করে। প্রাচীন ভারতের ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নব্যভারতীয় আর্যভাষাসমূহের গঠনপ্রকৃতি বিশ্লেষণ ও উৎসসন্ধানে সংস্কৃত একান্ত প্রয়োজনীয়। এই ভাষা ছিল মূলত শিক্ষিত লোকের ভাববিনিময়ের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা। প্রাচীনকালের বৈদিক ভাষা বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের জীবন্ত ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ছিল পরবর্তী কালের অঞ্চল বিশেষের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের 'সাধুভাষা'। বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের ভাষা থেকে এ ভাষা ছিল অনেকটাই আলাদা, সেই অর্থে অংশত কৃত্রিম ভাষা। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত যখন সাহিত্যের ভাষারূপে স্বীকৃত লাভ করে তখন বৃহত্তর জনসাধারণের কথ্যভাষা ছিল 'প্রাকৃত ভাষা'। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের জীবন্ত ভাষাস্রোত থেকে যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ততই তা ব্যাকরণের নিগড়ে বাঁধা পড়ে আরো কৃত্রিম হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত 'মৃতভাষা'য় পরিণত হয়েছে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের এই পরিণতি ব্যাখ্যা করে বলেছেন— As the distance between the vernaculars (of the North-West, Midland, East and South) and this newly risen Sanskrit grew greater and greater, the latter became an artificial language… Its grammar grew hide-bound, and prevented any change of growth that is characteristic of a living language.[৫] পাণিনির পর থেকে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এই ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের বিস্তৃতিকাল। কালের বিচারে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগেই পড়ে। কিন্তু ভাষার গঠন ও ভাষার বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এতে প্রাকৃতের চেয়ে বৈদিক ভাষার উত্তরাধিকারই বেশি। এই কারণে ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতকে ব্যাপক অর্থে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যেই ধরা হয়। এখন সাধারণত ব্যাপক অর্থেই 'সংস্কৃত ভাষা' কথাটির ব্যবহার করা হয়, এর মধ্যে বৈদিক ভাষা ও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত– দুটিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে হলে 'বৈদিক সংস্কৃত' ও 'ক্লাসিক্যাল (বা লৌকিক) সংস্কৃত' নাম দুটি স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা হয়। ভাষার ইতিহাসে 'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা' বলতে 'বৈদিক সংস্কৃত' এবং 'ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত'— উভয় ভাষাকেই বোঝালেও বৈদিক ও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্যও কম নয়।

ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য:

বৈদিক ও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের মধ্যে ধ্বনিগত পার্থক্য খুব বেশি নয়। মাত্র দু-একটি লক্ষণীয় পার্থক্য চোখে পড়ে। যেমন—

১। স্বরধনির মধ্যে ৯-কার প্রাচীন বৈদিক ভাষায় প্রচলিত ছিল, বেদের শেষের দিকেই এ ধ্বনির ব্যবহার লোপ পেতে থাকে এবং ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে একমাত্র 'কৃপ্' ধাতু ছাড়া এই ধ্বনির ব্যবহার নেই।

২। বৈদিক ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার খুবই কম, ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রাবিড়ীয় ভাষা থেকে গৃহীত হয়ে আর কোন কোন ক্ষেত্রে বৈদিকেরই দন্ত্য ধ্বনির মূর্ধন্যীভবনের ফলে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে মূর্ধন্য ধ্বনির প্রয়োগ বেশি হয়েছে।

৩। বৈদিক ভাষায় স্বরাঘাতের (Pitch accent) তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং শব্দের মধ্যে একটি অক্ষর থেকে অন্য অক্ষরে স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তন করলে তার ফলে শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হত। কিন্তু ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে স্বরাঘাতের কোনো ভূমিকা ছিল না।

৪। স্বর বৈদিক সংস্কৃতের একটি মূল বৈশিষ্ট্য। লৌকিক সংস্কৃতে এর কোন প্রয়োগ নেই। বৈদিক স্বর মূলতঃ তিন প্রকারের- উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। স্বর প্রভেদে অর্থেরও পরিবর্তন হয়। যেমন— apas (অপস্) মানে 'কাজ', আর apas (অপস্) মানে 'কর্মঠ'।

৫। সংস্কৃতে শব্দের মধ্যে স্বর সহ অবস্থান (Hiatus) সম্ভব নয়, তথাপি বৈদিক সাহিত্যে দু-একটি দেখা যায়। যেমন- তিতউনা, প্রউগ, তুঅম্ (ত্বম) ইত্যাদি। লৌকিক সংস্কৃতে এ জাতীয় প্রয়োগ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাকৃত প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়।

৬। বেদে প্রত্ন আর্য ভাষার প্রত্যয় ধ কখনও কখনও রক্ষিত হয়, কিন্তু লৌকিকে সে ধ হ তে পরিণত হয়। যথা –বৈ ইধ লৌ. ইহ। এছাড়া, বেদে শ্রুধি পদও পাওয়া যায়। বৈ স ধ (ঋ.৬.৫৫.১) > লৌ.সহ।

৭। পদ-পাঠ বৈদিক ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। এতে সংহিতা পাঠকে সন্ধি বিচ্ছেদ করে দেখানো হয়। যথা- সংহিতা পাঠ- অগ্নিমীলে পুরোহিতম, পদপাঠ –অগ্নিম্। ঈলে / পুরঃ হিতম্ / ইত্যাদি।

৮। বৈদিক ছন্দও লৌকিক ছন্দ থেকে পৃথক। বেদের গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্ঠুভ্ ও জগতী ভেদে বহু প্রকার ছন্দ আছে। কিন্তু লৌকিক সস্কৃতে এগুলি নেই।

৯। বৈদিক ও লৌকিক ভাষায় ধ্বনিসমূহ একই। কেবল প্রভেদ এই যে বৈদিক ভাষায় মূর্ধন্য ল ও ল্ হ আছে, যা লৌকিকে নেই। যথা- ঈলে অথবা ঈড়ে।

১০। লৌকিক সংস্কৃতে এ এবং ও একস্বর (monophtongs) কিন্তু বৈদিকে কখনও কখনও দ্বিস্বরে (diphthongs) তে পরিণত হয়। যথা - শ্রেষ্ঠ বৈ শ্রইষ্ঠ, অবোচৎ > বৈ অবউচৎ।

১১। প্রাকৃতে যেমন অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ হয়, বেদেও সেরূপ দেখা যায়। যথা – কর্মন্ শব্দ বেদে অন্ত্য ন্-কারের লোপের পর কর্ম শব্দ হয়। তা থেকে তৃতীয়ার বহুবচনে কর্মেভিঃ হয়েছে। যেমন—দেবকর্মেভিঃ (ঋ.১০.১৩.০১)।

১২। বৈদিক ও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের মধ্যে আরো একটি পার্থক্য আছে যেটা পূর্বাচার্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার সেটি উল্লেখ করেছেন। এই পার্থক্যটি হল সন্ধির ক্ষেত্রে। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সন্ধি হয়েছিল বাধ্যতামূলক, কিন্তু বৈদিকে সন্ধি এতখানি বাধ্যতামূলক ছিল না। মনীষা+অগ্নি= 'মনীষা অগ্নি' – এক্ষেত্রে সন্ধি না করলেও চলত। অপিনিহিত সন্ধি ব্যবহার বেদের একটি মূল বৈশিষ্ট্য। যথা- সমমানো আধ্বা।[৬] বস্তুতঃ এই 'অ' লৌকিক সংস্কৃতের যুগে লোপ পেতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং প্রথম স্তরে সো অগচ্ছৎ, পরের স্তরে সো গচ্ছৎ।

রূপতাত্ত্বিক পার্থক্য :

বৈদিক ও লৌকিক ভাষার রূপতত্ত্বে খুব একটা প্রভেদ লক্ষিত হয় না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূল প্রভেদ হল এই

যে বৈদিক ভাষায় অনেক বেশি রূপবৈচিত্র্য আছে, যা লৌকিক সংস্কৃতে নেই। শব্দরূপে, সর্বনামে ও ধাতুরূপে বিশেষরূপে সে রূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়।

১৩। শব্দরূপে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের চেয়ে বৈদিকে বৈচিত্র্য ছিল অনেক বেশি। শব্দরূপে বিভিন্ন কারকে ও বচনে অতিরিক্ত বিকল্প রূপ বৈদিকে বেশি দেখা যায়। যেমন- অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ 'নর'। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে এই শব্দের দ্বিবচনে প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তিতে শুধু একটাই রূপ পাওয়া যায়— 'নরৌ, কিন্তু বৈদিকে আরো একটি রূপ ছিল 'নরা'। তেমনি প্রথমার বহুবচনে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে পাই শুধু 'নরাঃ', বৈদিকে এর অতিরিক্ত রূপ পাই 'নরাসঃ'। আরো লক্ষ্য করা যাবে, তৃতীয়ার একবচনে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে শুধু 'নরেণ', বৈদিকে এছাড়াও রয়েছে 'নরা', তৃতীয়ার বহুবচনে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে 'নরৈঃ', বৈদিকে অতিরিক্ত রূপ 'নরেভিঃ'।

১৪। ক্রিয়ার রূপে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের চেয়ে বৈদিকে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য আরো অনেক বেশি। বৈদিক ভাষায় ক্রিয়ার কাল পাঁচটি – লট্ (বর্তমান = Present), লৃট (ভবিষ্যৎ = Future), লঙ্ (অসম্পন্ন অতীত = Imperfect Past), লিট্ (সম্পন্ন অতীত = Past Perfect)। লুঙ (সদ্য অতীত / অনির্দিষ্ট অতীত / সামান্য অতীত = Aorist)। এদের মধ্যে শেষের তিনটিই ছিল বৈদিক ভাষায় অতীত কালের প্রকারভেদ, এই তিনটির মধ্যে সূক্ষ্ম অর্থগত পার্থক্য ছিল এবং এদের ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছিল। আধুনিক ভাষার মতো বৈদিকে বিভিন্ন কালের রূপ ঠিক ক্রিয়া সম্পাদনের সময় (time) বোঝাত না, ক্রিয়া সম্পাদনের প্রকৃতি (aspect) বোঝাত। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে আরো দুটি কাল পাওয়া যায়– লৃঙ্ (সম্ভাব্য অতীত = Conditional Past) এবং লুট (বহুভাষিত ভবিষ্যৎ = Periphrastic Future)। এদের মধ্যে লুট্ শেষের দিকে লুপ্ত হয়ে যায়।

১৫। ক্রিয়ার রূপে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের চেয়ে বৈদিক ভাষায় ভাব-প্রকারের (Mood) দিক থেকে বৈচিত্র্য অনেক বেশি। বৈদিকে ভাব ছিল পাঁচ প্রকার- নির্দেশক (Indicative), অনুজ্ঞা (Imperative), অভিপ্রায় (Subjunctive), সম্ভাবক বা বিধিলিঙ্ (optative), নির্বন্ধ (Injunctive)। বৈদিক ভাষায় শুধু উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞা ভাবের রূপ হত না, কারণ নিজেই নিজেকে আদেশ বা অনুরোধ করা অর্থহীন। এছাড়া বিভিন্নভাবে ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য বৈদিকে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে ভাববৈচিত্র্য অনেক কম। অভিপ্রায় ভাব (Subjunctive) একেবারেই ছিল না, নির্বন্ধ ভাবও প্রায় অপ্রচলিত ছিল, কেবলমাত্র নিষেধার্থক অব্যয় 'মা' যোগে নির্বন্ধ ভাবের রূপ পাওয়া যায়। এছাড়া যে কটি ভাব ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে পাওয়া যায়, তাদের প্রয়োগও সীমাবদ্ধ। বৈদিক ভাষায় অসম্পন্ন ছাড়া প্রায় সব কালেই (বর্তমান, সামান্য অতীত, সম্পন্ন অতীত ও ভবিষ্যৎ) বিভিন্ন ভাব অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ হত। কিন্তু ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে শুধু বর্তমানকালে এবং কখনো কখনো সামান্য অতীতকালে বিভিন্ন ভাব অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ হতে দেখা যায়।

১৬। বৈদিক ভাষায় শতৃ, শানচ্, ক্বসু, কানচ্, স্যতৃ, স্যমান ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে বহু বিচিত্র ক্রিয়াজাত বিশেষণ (Participal Adjectives) সৃষ্টি করা হত। যেমন- √যজ্ > যজমান। তেমনি ত্বা, ত্বায়, তুমুন্, তবৈ ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে বহু অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund) তৈরি করা হত। যেমন - √পা > পীত্বা। কিন্তু ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে এরকম ক্রিয়াজাত বিশেষণ ও অসমাপিকার প্রয়োগ কমে যায়।

১৭। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, 'সমাসের বিচিত্র ও বহুল প্রয়োগ' প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু যথার্থ প্রাচীন ভারতীয় আর্যে অর্থাৎ বৈদিক ভাষায় বহুপদে গঠিত সমাসের প্রচলন বিশেষ ছিল না। বৈদিক সাহিত্যে সমাসের ব্যবহার অনেক কম এবং দুটির বেশি পদের সমাসের ব্যবহার দেখা যায় না বললেই চলে। বৈদিক ভাষা—বিশেষজ্ঞ ম্যাকডোনেল্ বলেছেন— "In the RV. and the AV. no compounds of more than three independent members are met with, and those in which three occur are rare…"।[৭] সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্তু সমাসের ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দুয়ের অনেক বেশি পদের সমাসও অনেক দেখা যায় যার অতিশায়িত রূপ আমরা পাই বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে।

১৮। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে কিছু কিছু নতুন রীতি প্রবর্তিত হতে দেখা যায় যা বৈদিকে ছিল না। যেমন – ধাতুর 'তবৎ' প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়ার রূপ গঠন করা হত তা অতীতকালের সমাপিকা ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হত।

১৯। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে কিছু নতুন ধাতু ও বহু শব্দ এল যা ভারতের অনার্য ভাষা থেকে গৃহীত, বৈদিকে ছিল না।

২০। বৈদিক সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রথমার বহুবচনে আনি স্থলে আ হয়। যথা- ত্রি চ শতা ত্রি চ সহস্রা।[৮]

২১। সপ্তমীর একবচনে কখনও কখনও বিভক্তির লোপ হয়। যেমন- আত্মন্ (বৃহ. ২.৩.৬) আত্মনি অর্থে।

২২। সর্বনামে বৈদিক সহ্য, বাস, অস্মে, আবদ প্রভৃতি শব্দ লৌকিকে লোপ।

২৩। বৈদিক ত্যদ্ শব্দের প্রয়োগ লৌকিকে প্রায় লোপ।

২৪। ক্রিয়া প্রকরণে অ-আগম বৈদিকে কখনও কখনও লোপ হতে দেখা যায়। যথা – অগমৎ বৈ গমৎ অভূৎ বৈ ভূত ইত্যাদি।

২৫। তিঙন্ত বিভক্তি মসি ও ধ্ব লৌকিক সংস্কৃতে লোপ। যথা— গমেমসি।

২৬। বেদে লেটের (Subjective) প্রয়োগ প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়।

২৭। লৃঙের প্রয়োগ বেদে নেই বললেই চলে। কেবল একটি প্রয়োগ পাওয়া যায়। যথা— অভরিষ্যৎ (ঋগ্বেদ)। কিন্তু অন্য কোন বেদে পাওয়া যায় না।

২৮। বেদে তুমুন্ অর্থে যে, অসে অধ্যৈ প্রভৃতি অনেক প্রত্যয় আছে। যেমন – দৃশে, ক্ষমে, গমধ্যৈ ইত্যাদি। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে এসব প্রত্যয়ের লোপ হয়েছে।

২৯। বেদে কখনও কখনও ক্ত্বাচ্ ও ল্যপ্ প্রত্যয় যুগপৎ ব্যবহার হয়। যেমন— গত্বায়, জিত্বায় ইত্যাদি।

৩০। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মতো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেও আটটি কারক ছিল—কর্তৃকারক (Nominative), কর্ম কারক (Accusative), করণ কারক (Instrumental), সম্প্রদান কারক (Dative), অপাদান কারক (Ablative), সম্বন্ধ পদ (Genitive), অধিকরণ কারক (Locative) এবং সম্বোধন পদ (Vocative)। লক্ষণীয় যে সংস্কৃতে সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদকে ঠিক কারকের মধ্যে ধরা হয়নি, কারণ এই দুটির সঙ্গে বাক্যের ক্রিয়ার সোজাসুজি সম্পর্ক ছিল না। সংস্কৃত মতে ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের বিভিন্ন পদের যে সম্পর্ক থাকে শুধু তাকেই কারক বলা হত—'ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্'।

৩১। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় তিনটি বচন (একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় প্রচলিত ছিল। বৈদিক ভাষায় দ্বিবচন অবশ্য শুধু প্রকৃতি-নির্দিষ্ট জোড়া-জোড়া প্রাণীর (যেমন- পিতা-মাতা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে যে কোনো দুটি জিনিস বোঝাতে দ্বিবচনের প্রচলন হয়। বচন ভেদে ধাতুরূপ ও শব্দরূপের পার্থক্য হত।

বাক্যরীতিগত পার্থক্য :

৩২। বাক্যরীতির মধ্যে বিশেষ বৈদিক প্রয়োগ হল উপসর্গের। উত্তরকালের ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নির্, দুর্, অভি, বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ- এই কুড়িটি উপসর্গ ছিল, এগুলি ধাতুর পূর্বে যুক্ত হত এবং ক্রিয়ার অর্থ পরিবর্তিত করত। যেমন—প্র + হার = প্রহার, উপ + হার = উপহার, বি + হার = বিহার, কিন্তু বেদে উপসর্গ ধাতুর পূর্বে বা পরেও বসতে পারে। কখনও কখনও ব্যবধানেও বসতে পারে। যেমন—আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিঃ[৯], পরি দ্যাবা পৃথিবী যন্তি সদ্যঃ[১০], পরা অস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি[১১]।

৩৩। একই উপসর্গের বার বার প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

নি গ্রামাসো অবিক্ষত
নি পদ্বন্তোনি পক্ষিণঃ
নি শ্যেনাসশ্চিদ্ অর্থিনঃ।[১২]

৩৪। বেদে বিভিন্ন কারকের ও কালের মধ্যে ব্যত্যয় ঘটতে পারে। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতের সেরূপ সম্ভব না। যেমন— 'পর' শব্দযোগে তৃতীয়া – পারো দিবা পর এনা পৃথিব্যা[১৩] "স্বর্গ ছাড়িয়ে, এই পৃথিবী ছড়িয়ে"।

৩৫। বেদে বর্তমান অর্থে লিটের প্রয়োগ – স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং তিনি পৃথিবী ও স্বর্গকে ধারণ করেন।

'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা' বলতে বৈদিক সংস্কৃত' এবং লৌকিক সংস্কৃত' উভয় ভাষাকেই বোঝায়। উভয় ভাষার মধ্যে মোটামুটি ধ্বনিগত ঐক্য আছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত ব্যাকরণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আর্যগণ ভারতের উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ পাঞ্জাব এবং সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকালেই বেদ রচনা করেছিলেন বলে বৈদিক ভাষায় 'উদীচী' অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলের ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। পক্ষান্তরে উত্তর – পশ্চিমে ভারতে পাণিনির জন্ম হলেও তিনি পাটলীপুত্রবাসী ছিলেন বলে তাঁর ব্যাকরণে এবং ফলতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে মধ্যদেশীয় ভাষার প্রভাবই ছিল অধিকতর। বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ব্যাকরণগত পার্থক্যের এটা একটা বড় কারণ।

তথ্যসূত্র:

১। A Sanskrit English dictionary : etymologically and philologically arranged with special reference to cognate Indo-European languages, Monier Williams, P -1120.
২। Chatterji. Dr. Suniti Kumar: Indo–Aryan and Hindi, Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1969, P -63.
৩। Sen, Dr. Sukumar : History and Pre – History of Sanskrit. P -15.
৪। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ৮১।
৫। Chatterji, Dr. Suniti Kumar: The Origin and Development of the Bengali Language. Vol. I, P. 52.
৬। ঋগ্বেদ, ২.১৩.২।
৭। Macdonell, Arthur A. : A Vedic Grammar for students, P – 267.
৮। বৃহ, ২.৯.১।
৯। ঋগ্বেদ, ১.১৯.৪।
১০। ঋগ্বেদ, ১.১১৫.৩।
১১। বৃহ, ১.৩.৭।
১২। ঋগ্বেদ, ১০.১২৭.৫।
১৩। ঋগ্বেদ, ১.১২৫.৮।
১৪। ঋগ্বেদ, ১০.১২১.১।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। মজুমদার, ড. পরেশচন্দ্র, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।
২। বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন, সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৯৮।
৩। শ', ড. রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৪১৯।

৪। সেন, সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬।
৫। ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দূর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০৭।
৬। বসু, রত্না, ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৭৭।
৭। Chatterji. Dr. Suniti Kumar: Indo-Aryan and Hindi, Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1969.
৮। Chatterji. Dr. Suniti Kumar: The Origin and Development of the Bengali Language, London: George Allen & Unwin Ltd, 1970, Vol. I.
৯। Sen, Dr. Sukumar: History and Pre-History of Sanskrit, University of Mysore, Extension Lecture, 1957.
১০। Macdonell, Arthur A. : A Vedic Grammar for Students, London: Oxford University Press, 1971.